দৈনিক সংবাদ

তারিখ 14 FEB 1987
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ১

001

শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

পাঠাগার চাই সবত্র

সমাজটাকে উচ্ছন্নে নেবার সকল পথ চারদিকে এত করে খুলে দেয়া হয়েছে যে, একক কোন শুভ উদ্যোগে এখন আর খুব একটা ভরসা হয় না। তবু ওসমানী উদ্যানে মহানগরী পাঠাগার স্থাপনের সিদ্ধান্তকে আমরা স্বাগত জানাই। বিশ্বাস করতে চাই যে, এটা কোন বিচ্ছিন্ন উদ্যোগ নয়, সমাজে সুবাতাস বয়ে আনার একটা সচেতন এবং সমন্বিত প্রয়াসেরই অংশ।

একটা ভাল বই একটা ভাল মানুষ গড়ায় বিরাট অবদান রাখতে পারে, হতে পারে তার বিশ্বস্ত বন্ধু। একেতো আমাদের দেশে বই কেনার অভ্যেস খুব একটা তৈরী হয়নি, তার ওপর বই কেনার সামর্থ্যও অনেকের নেই। পাঠাগার যেমন পাঠাভ্যাস গড়ে তোলায় সাহায্য করতে পারে, তেমনি যাদের পাঠাভ্যাস আছে কিন্তু বেশী বই কেনার সামর্থ্য নেই তাদের বই পড়ার, মনের ক্ষিদে মেটাবার এবং সেই সঙ্গে বাস্তব জ্ঞানার্জনের সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে পারে।

আমাদের সমাজ বিশেষ করে তরুণরা উচ্ছন্নে যাচ্ছে বলে আমরা ক্ষোভ প্রকাশ করি। কিন্তু তাদেরকে যদি সুপথে থাকবার মত পরিবেশ সৃষ্টি করে দিতে না পারি তাহলে বিপথে তো তারা যাবেই। সেই পথই-যে চারদিকে খোলা রেখেছি। তাদের সুস্থ বিকাশের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করতে পারলে, মন-মানসকে জ্ঞান বিজ্ঞানের সুবাতাসে হিল্লোলিত করতে পারলে আমাদেরকে আজ এতটা শংকিত হতে হতো না। বই এবং পাঠাগার নিঃসন্দেহে আমাদের এই আশংকা দূর করায় বিরাটভাবে সহায়তা করতে পারে। এই প্রেক্ষাপটেই স্বাধীনতার শুভ বার্ষিকীতে অর্থাৎ আগামী ২৬শে মার্চ ওসমানী উদ্যানে একটি গণ-পাঠাগার এবং টেলিভিশন কক্ষ চালু করার সিদ্ধান্তকে দেখতে চাই।

তবে শুধু চমক দেবার উদ্দেশ্যে কিংবা একটা শুভ দিনকে সামনে রেখে বিচ্ছিন্নভাবে একটা প্রয়াস চালিয়ে খুব বেশী দূর অগ্রসর হওয়া যাবে না, পরিকল্পিত পঙ্কিলতার আবর্ত থেকে বেরুনো সম্ভব হবে না। আমাদেরকে মনে রাখতে হবে স্বাস্থ্য নয়, ব্যাধিই সংক্রামক শিক্ষাঙ্গনকে রণাঙ্গনে পরিণত করা হচ্ছে, ছাত্রদের হাতে কলমের পরিবর্তে ষ্টেনগান তুলে দেয়া হচ্ছে নীলনক্সা এঁকে, পড়ায় পাড়ায় নীল ছবির দংশন, হিরোইনে আসক্তি সবই হচ্ছে ছক অনুসারে। এসব রোখার জন্য চাই পাল্টা পরিকল্পনা; সচেতন ও সুসমন্বিত প্রয়াস।

রাজধানীতে একটি পাঠাগার প্রতিষ্ঠা যে এ জন্য যথেষ্ট নয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না, একে বড় জোর গ্রহণ করা যায় একটি সূচনা হিসেবে। পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করতে হবে রাজধানীর বিভিন্ন পাড়ায়-মহল্লায়। আপাততঃ প্রত্যেকটি পৌর মিলনায়তনে জরুরী ভিত্তিতে সরকারী উদ্যোগে একটি পাঠাগার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। সেই সঙ্গে আমরা যেহেতু সারাদেশের উন্নয়নের কথা বলি, বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে সবকিছুর সুফল সর্বত্র ছড়িয়ে দেবার অঙ্গীকার করি, তাই পাঠাগার স্থাপন করা উচিত উপজেলা পর্যায়েও। মোটামুটিভাবে সমৃদ্ধ পাঠাগার থাকা উচিত প্রত্যেকটি স্কুল-কলেজে। সরকারের উচিত বছর বছর এগুলোর জন্য একটা অনুদান বরাদ্দ করা। অন্য অনেক খাতে অর্থ বরাদ্দের চেয়ে এটি বেশী ফলপ্রসূ এবং উপকারী হবে বলে আমাদের ধারণা।